NOV. 2? 2001

ছাত্র রাজনীতি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে

ডঃ মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী

আমাদের দেশের রাজনীতির ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতি একটি মর্যাদার আসন এক সময় গড়ে তুলেছিল। সে কারণেই ছাত্র রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভাবা হতো। কিন্তু গত এক দশক ধরে এ সম্পর্কে রাজনীতি সচেতন মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও বিশ্লেষণায় যে ধারণার জন্ম নিয়েছে তাতে খুব কমসংখ্যক মানুষই ছাত্র রাজনীতির পক্ষে মত দিচ্ছেন কিংবা আগের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করছেন। স্বয়ং ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করছে না, নিজেরাও খুব একটা এর সঙ্গে যুক্ত থাকছে না। কেন একসময় ছাত্র রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেন এখন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে বিষয়টিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা, বোঝা, স্বীকার করা এবং যথার্থ করণীয় ও নির্দেশ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এসব বিষয় নিয়ে ছাত্র রাজনীতিকে আমার দেখা ষাট, সত্তর, আশি এবং নব্বুইয়ের দশকের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু কথা নিবেদন করতে চাই। আমি আশা করবো ইত্তেফাকের সচেতন পাঠক এ নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে এ ধরনের একটি আলোচনাকে সমৃদ্ধ করবেন, এ নিয়ে যে সব অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও নষ্টালজিয়া রয়েছে তা থেকে জাতিকে মুক্ত হতে সাহায্য করবেন।

আগেই বলে নিচ্ছি আটষট্টি-উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র রাজনীতির একজন নবীন কর্মী ছিলাম আমি। মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সাধারণ একজন ছাত্র রাজনীতির কর্মী-সমর্থক এবং পরবর্তী সময়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যাপনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার কারণে দেশের ছাত্র রাজনীতির বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের খুব কাছ থেকে দেখা ও বোঝার সুযোগ ঘটেছিল, দেশের রাজনীতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা, ছাত্র রাজনীতিকে অতীত ও বর্তমানের বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করে দেখার ফলে যে ধারণা আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে তাকে অবলম্বন করেই আজকের এই লেখা। রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রদের যুক্ত হওয়ার কারণ ও ইতিহাসটি স্মরণ করা যেতে পারে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-তরুণদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যুক্ত হয়েছিল। তবে যেহেতু কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টির মতো সংগঠনগুলো ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তাই মূল ধারার রাজনীতির মধ্যেই সচেতন ছাত্রসমাজ যুক্ত ছিল, পৃথক কোন বড় ধরনের শক্তি হিসেবে ছাত্র-রাজনীতির উত্থানের আবশ্যকতা ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই পরিস্থিতি পাল্টে গেল। মুসলিম লীগ শাসকদের আজ্ঞাবাহী দল হয়ে পড়ায়, কংগ্রেস এ অঞ্চলে হিন্দুদের পার্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ায়, কমিউনিস্ট পার্টি প্রায়-নিষিদ্ধ থাকায় সরকারের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বিরুদ্ধে ঘোষিত নীতির বিরোধিতা করার রাজনৈতিক শক্তি প্রায় বিলুপ্তই হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি অন্ধত্ব, মোহ, বিশ্বাস ইত্যাদিকে ঝেড়ে ফেলার মতো সময় তখনো ব্যাপক বাঙালি মানুষের বলতে গেলে ছিল না। বাঙালি মধ্যবিত্ত পূর্ব বাংলায় তখনো রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্তের বিকাশ তখনো শুরু হতে পারেনি। ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অপরিহার্যতা, তাগিদ কোনটাই মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে নেয়া সম্ভব হয়নি। এই ভাঙাগড়ার বাস্তবতায় তরুণ সমাজের সংগঠিত অংশ হিসেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রদের একটি অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে যুক্ত হয়, আন্দোলন-সংগ্রামের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। তবে এই আন্দোলন খুব প্রলম্বিত হয়নি। ছাত্র আন্দোলন জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারী প্রধান সংগঠনগুলোর বাধাকে অপসারিত করে আবার শ্রেণীকক্ষে ফিরে গেছে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং সামরিক শাসনের বাধা-নিষেধের কারণে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আবার নিষিদ্ধ হয়ে গেলে ষাটের দশকে শিক্ষানীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে ছাত্র রাজনীতি বিস্ফোরিত হয়। মূলত মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলার অগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচণ্ড রকমের বাধা ও বিপত্তির ইঙ্গিত দেখতে পায়, তাদের বিকাশ বিরোধী রাজনীতি ছাত্রনেতাদের রাষ্ট্রের বিভিন্ন ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। এখানেও ছাত্র রাজনীতি কোন ধারাবাহিক সত্তা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে আমরা দেখিনি। এমনকি আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফাকে কেন্দ্র করে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রায় আড়াই বছর সময় নিয়েছিল। তবে যেহেতু জাতীয় রাজনীতিতে তখন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ডে সরকারী দমন-নির্যাতন ছিল, নিষিদ্ধ একটি পরিবেশ ছিল, তাই মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো পাকিস্তান রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছেন না। ছাত্র সমাজ যেহেতু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিতভাবে ছিল তাই এই শক্তি প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও বিস্ফোরণে ভেঙ্গে ফেলে জাতীয় রাজনীতিতে দলগুলোর রাষ্ট্রীয় বাধা-বিপত্তির এই প্রাচীর। এখানেই ছাত্র রাজনীতি উনসত্তরে মহান হয়ে ওঠে, জাতীয় রাজনীতির এক বলিষ্ঠ শক্তিরূপে মর্যাদা, গৌরব এবং অবস্থান তৈরি করে। মহান মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্র রাজনীতির শক্তি হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলোর বেশির ভাগই গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র-রাজনীতি নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ছাত্র সংগঠনগুলো একেবারে আদর্শচ্যুত হয়নি। বরং তখনো ভাবা হতো যে, ছাত্র সংগঠনগুলোই হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদ তৈরির আধার বা পাত্র। সত্তর এবং আশির দশকে দেশের রাজনীতিতে সামরিক-আধা সামরিক শাসনের অনেক উত্থান-পতন ঘটে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোও আবার পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সে সময়ে ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র-রাজনীতি আবার জাতীয় রাজনীতিতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিশেষত গোটা আশির দশক দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন-সংগ্রামে রাস্তায় অন্যতম প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত থাকায় এগুলো অতিমাত্রায় রাজনীতিমুখী হয়ে ওঠে যা আগে ততখানি ছিল না। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা লেখাপড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, পত্র-পত্রিকায় 'নেতা' হিসেবে অনেকেই পরিচিতি পেতে থাকে। এসবই ছাত্র রাজনীতির ইমেজকে সংকটে নিপতিত করে। নব্বইয়ের বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কৃতিত্ব ছাত্র আন্দোলনের হাতে চলে যাওয়ায় ছাত্র নেতৃত্ব রাষ্ট্র, ক্ষমতা, প্রশাসন ও অর্থবিত্তের সংস্পর্শে চলে আসে। ছাত্র নেতৃত্বের একটি অংশ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে যায়। এ সময় থেকে ব্যাপকভাবে ছাত্র সংগঠনগুলো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি ও দলবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইতোপূর্বে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহ-অবস্থান এবং সহমর্মিতা যতখানি ছিল রাজনৈতিক দলগুলো নব্বইয়ের দশকে দেশ পরিচালনার মূল দায়িত্বে চলে আসার পর ছাত্র সংগঠন ও রাজনীতির অতীত চরিত্র ও সম্পর্ক আর আগের মতো অটুট থাকেনি, বরং ছাত্র সংগঠনগুলো মূল দলগুলোর লাঠিয়ালবাহিনী হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন-না-কোন ছাত্র সংগঠনের দখলদারিত্বের কারণে জিম্মি হয়ে পড়ে। এ সময়ে মূলত তিনটি ছাত্র সংগঠন এসব দখলদারিত্বের নেতৃত্ব দিতে থাকে,- ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির। ছাত্রাবাস ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এককভাবে কোন-না-কোন সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের ওপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অবস্থান, রাজনীতি ও লেখাপড়াকেও সহ্য করার কোন নীতি কার্যকর থাকলো না। ছাত্র সংগঠনের এ ধরনের আচরণ, কর্মকাণ্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশকে নষ্ট করে দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদ এর প্রতি ছিল। দখলদারিত্বের লড়াই নিয়ে ছাত্র-সংগঠনগুলোর মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ, হাতকাটা, বগ কাটার মতো অমানবিক ঘটনাও ঘটতে থাকে। অনেক তাজা প্রাণ অকালে ঝরে পড়ে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেশন জটও এ কারণে বাড়তে থাকে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন দীর্ঘায়িত হতে থাকে; বস্তুত ছাত্র রাজনীতির নামে গত এক দশকে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা চলেছে, বা চলছে এর সাথে রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির ন্যূনতম সম্পর্কও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা দেখতে পায়নি। অধিকন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা দেখছে ছাত্র রাজনীতির নামে কতিপয় 'ছাত্রনেতা' অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করছে, লেখাপড়া থেকে দূরে থেকে ছাত্রজীবন দীর্ঘায়িত করছে, পরীক্ষায় অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করছে। আসলে ছাত্রনেতারা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নিজেদের কোন উজ্জ্বল ভাবমূর্তি দাঁড় করাতে পারেনি। কলেজের হল সংসদ দখল, জোর-জবরদস্তি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ছাত্রনেতাদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এছাড়া নানা ধরনের গ্রুপিং ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিরাজ করায় ছাত্র সংগঠনের মধ্যে হানাহানি, রেষারেষি লেগেই আছে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ এ ধরনের অবস্থানে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ছাত্র শিবির ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন হওয়ায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের সম্পর্কে বড় ধরনের ভীতি কাজ করছে। তাদের দখলদারিত্ব ছাত্রীদের স্বাধীনতা, ভিন্ন মতের সুযোগ পুরোপুরি দমন করে রাখা হয়। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ তিনটি ছাত্র-সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতা খুবই কমে যায়। অথচ দেশের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই জাতীয়ভাবে কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে থাকে অথবা কোন-না-কোন রাজনৈতিক ধারায় বিশ্বাসী। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-রাজনীতির অবক্ষয়, সংগঠনগুলোর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি, শিক্ষা বহির্ভূত চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যুক্ত থাকার ব্যাপক দৃষ্টান্ত থাকায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র সংগঠন তথা ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা ভাবতেই পারছে না। ছাত্র-সংগঠনের কর্মকাণ্ডকে ঐসব ছাত্র-ছাত্রী-রাজনৈতিক বলেও ভাবতে পারছে না। তাছাড়া দেশে যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোন নাগরিক যে কোন দলের সদস্য হতে পারে, যে কোন দলের সমর্থক হতে পারে, তাই কেউ মনে করছেন না যে, শিক্ষা জীবনে আলাদাভাবে ছাত্র-রাজনীতির নামে ছাত্র-সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ছাত্র-রাজনীতির এজেন্ডাই কারো কাছে পরিষ্কার নয়। ছাত্র-সংগঠনগুলোর কাজ কী, কী তাদের রাজনীতি হবে, আন্দোলন হবে- এসব বিষয় অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। দেশে রাজনীতিতে মূল রাজনৈতিক দলগুলো যাতে বেশি প্রধান হয়ে উঠেছে, ছাত্র-সংগঠনের কর্মকাণ্ড তত বেশি অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্র-সংগঠনগুলো বরং দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, দলাদলি ও অস্ত্রবাজির মতো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় দেশের ছাত্র-সংগঠনগুলো তথাকথিত ছাত্র-রাজনীতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে।

> *ছাত্র-রাজনীতির এজেন্ডাই কারো কাছে পরিষ্কার নয়। ছাত্র-সংগঠনগুলোর কাজ কী, কী তাদের রাজনীতি হবে, আন্দোলন হবে- এসব বিষয় অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। দেশে রাজনীতিতে মূল রাজনৈতিক দলগুলো যাতে বেশি প্রধান হয়ে উঠেছে, ছাত্র-সংগঠনের কর্মকাণ্ড তত বেশি অপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্র-সংগঠনগুলো বরং দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, দলাদলি ও অস্ত্রবাজির মতো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় দেশের ছাত্র-সংগঠনগুলো তথাকথিত ছাত্র-রাজনীতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে।*

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভাবমূর্তির জন্যও এগুলো বেশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী তাই প্রশ্ন। এর উত্তর হচ্ছে, দেশে ছাত্র-রাজনীতির নামে ছাত্র-সংগঠনের বর্তমান ধারা এবং কর্মকাণ্ডে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া, স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে যে কোন ছাত্র-সংগঠনকে বিরত রাখতে হবে; কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কনসেন্ট অনুযায়ী চলতে দেয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লেখাপড়াসহ শিক্ষা কার্যক্রমের বাধ্যবাধকতা সমানভাবে প্রয়োগ করা, 'ছাত্র নেতা' নামক কোন বিশেষ ধারণার স্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্রয় না দেয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে, প্রতিষ্ঠানে চালু করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও দেশে শিক্ষিত, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত বর্তমান ধারার ছাত্র-রাজনীতির নামে দলীয় দখল, সন্ত্রাস ও অছাত্রসুলভ কর্মকাণ্ড এবং আচরণকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। যে ছাত্র-রাজনীতির কোন গুরুত্ব নেই, মর্যাদা নেই, প্রয়োজন নেই, বাস্তবতা নেই তাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন মানেই থাকতে পারে না। যত তাড়াতাড়ি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল।

[লেখক : অধ্যাপক ও ডিন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়]